# যমের দরবার।

শ্রীঅধরচন্দ্র মণ্ডল প্রণীত।

পড়্‌লো সাড়া সহুর যোড়া
মড়ায় খাড়ার ঘা!
ভবের, হাট লুটিতে এলেম ছুটে
বেসাত হ'লো না!!

"MORTALITY!—How dreadful the name sounds. It makes the thought shudder, the blood creep and the soul chilled: Are tears its only relief?"

কলিকাতা,
২ নেবুতলা লেন, "ওলিম্পিয়ান" যন্ত্রে
শ্রীহরিদাস দেব কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত
মাঘ, ১৩০৩।

# উৎসর্গ পত্র।

প্রজারঞ্জন ভূস্বামী—

শ্রীল. শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস বিশ্বাস,

জানবাজার

ধর্ম্মাবতার বাহাদুর!

জন্মে মণি খনির ভিতরে।
তুলি তাঁরে মণিকার
গাঁথিয়া রতন-হার
উপহার দেয় রাজ-করে॥

সোনাকুড়,
বঙ্গাব্দ, ১৩০৩। } গ্রন্থকার শ্রী—

# যমের দরবার।



পড়্‌লো সাড়া     সহর যোড়া
ছুট্‌লো ঘোড়া তেগে।
টুট্‌লে রে বল     সামাল্ সামাল্
কোথায় যাবি ভেগে!
এবার, ভারি ভূরি     জারি জুরি
এক হিড়িকে যাবে।
গুপ্ত দাদার     জরুর তলব
কেউ ভবে না রবে॥
ফোটা'লে জোয়ার     সর্ সর্ সর্
বড্ড নদীর বেগ।
আস্‌ছে না কি     বিলাতি ঢেউ
নামটী না কি প্লেগ!!
ওই পেলে গো     পালা গো পালা
কোথায় যাবি আর!

কুঁচ্‌কি ফুল্লেই মুস্কিল ভারি
আসান নাইকো তার ॥
রোয়াগ্ ঝন্‌ঝন্ গাঁইট কন্‌কন্
অমন হ'য়ে থাকে।
তা নয় এবার তেম্‌নি হ'লে
অম্‌নি শিঙে ফোঁকে ॥
'বিউবনিক' বিদ্‌কুটে নাম
কামে কম্প কায়।
বালাই, কোথায় ছিল কে আনিল
এখন, ভারত করা দায়!!
ব্যাধি হ'লেই বৈদ্য আছে
কথার কথা সেটা।
'রত্ন' খুড়োর যত্ন মিছে
ভালে জলের ফোঁটা ॥
কিছুতেই কিছু হবে না গো
কিছুতেই কিছু—না।
পড়েছ, মাজ দরিয়ার ঘুরণ পাঁকে
এবার, ভরাডুবি লা ॥
বলি, ওগো সরকার অকুল পাথার
হেলে পাই না পানি।
কর্ত্তা, ঘোলা ঘোনায় জীর্ণ তরী
মিছে টানাটানি ॥

পড়্‌লো সাড়া সহর যোড়া,
মড়ায় খাড়ার ঘা।
ভবের, হাট লুটিতে এলেম ছুটে
বেসাত হ'লোনা!!

ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তভাগে অতি উচ্চস্থান।
বিশাল প্রদেশ, যমপুরী তাঁর নাম॥
পরলোক-প্রাপ্ত লোক ইহলোক ছাড়ি।
কর্ম্ম অন্তে যায় সবে সে দেশে বাহুড়ি॥
অথবা যে দেশ হ'তে ভুঞ্জিতে করম।
জীব মর্ত্ত্যধামে আসে লভিতে জনম॥
এই রবি এই শশী সুবিমল করে।
সে দেশ উজলে কি না কে বলিতে পারে!!
নরের নয়নে কভু দেখা নাহি যায়।
মানসে ধরিলে ধ্যান সূক্ষ্ম রেখা বয়॥
কদাচিত ভাগ্যবান্ কল্পনার বলে।
উপনীত হয় কভু সেই নভস্থলে॥
উচ্চে—উচ্চে আরও—উচ্চে, দূরে-দূরে-দূরে।
ভ্রাম্য-মান গ্রহগণ যথা বেগে ঘুরে॥
যথা ব্যোম—ব্যোম—মহা-ব্যোম-চক্রময়।
ক্ষিতি নাই—স্থিতি নাই—শুধু ভূবলয়॥

দূর হ'তে ধু-ধু ধুমাকার দেখা যায়।
বিশাল বেষ্টনে বৈতরণী বেগে ধায় ॥
কুজ্‌ঝটিকাবৃত চারি প্রকাণ্ড তোরণ।
দৃঢ়রূপে অর্গলিত, নহে উদ্ঘাটন ॥
মরি কি অপূর্ব্ব দৃশ্য কুহেলি অন্তরে।
মুহুর্ম্মুহু জ্যোতি যার ভাতিছে অম্বরে ॥
আঁধারে আলোক, এ কি পুলক হৃদয়!
কল্পনে! প্রবেশ'পূরে—দূরে আর নয় ॥
জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসন—রত্নবেদী'পরে।
আভা প্রভাহীন তবু অনল ঠিকরে ॥
এ আসনে বসি ধর্ম্ম ধর্ম্ম-অবতার।
জগতের পাপ পুণ্য করেন বিচার ॥
চারিজন শূরসিংহ শিরে সিংহাসন।
ম্রিয়মান শীর্ণকায় তার তিনজন ॥—
তেজহীন নহে কিন্তু, ভস্মে বহ্নি মত।
যেন অভিমানে রূপ কালিমা অঙ্কিত ॥

অদূরেতে কালচক্র ঘুরিছে সঘনে।
অবিরাম গতি আঁখি ধাঁধে আবর্ত্তনে ॥
যতদিন সৃষ্টি হইয়াছে চরাচর।
ততদিন ঘোরে চক্র একই প্রকার ॥

ধাতার কনিষ্ঠাঙ্গুলি-শক্তি সঞ্চালনে।
এইরূপে ঘোরে চক্র নিয়তি বিধানে॥
চক্রের পরিধিপথে নহে পরশিত।
সময়ের পটাবলী মরি কি চিত্রিত!
শুনিলাম ভাগ্য নামে দেব চিত্রকর।
অদৃশ্যে থাকিয়া পট লিখে নিরন্তর॥
এই সুখ—এই দুঃখ র'য়েছে লিখন।
অর্থলাভ—রত্নলাভ, লাভ—নারীধন॥
চোরদণ্ড—রাজদণ্ড—শঙ্কট বিষম।
অনাহার—অপমৃত্যু—বধ ও বন্ধন॥
আরও কত শত চিত্র কে গণিতে পারে।
নানাবর্ণে নানাছন্দে লেখা পরে পরে॥
জগত ব্রহ্মাণ্ড ধাতা সুকৌশল করি।
চক্রনেমি উপরেতে স্থাপিয়াছে ধরি॥
চক্রের সহিত ঘুরি ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত।
সময়ের পটে মুহুঃ হয় আলিঙ্গিত॥
এই সুখ—এই লাভ করে আলিঙ্গন।
কখনও শিরেতে বয় লভ্য রত্নধন॥
সুখ—সুখ—মহাসুখ সুখপথে হাঁটা।
আবার সুখের ঘরে পড়িলরে কাঁটা॥
দুঃখ—দুঃখ—মহাদুঃখ সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।
ভ্রান্ত জীব চেয়ে দেখ কালচক্র ঘুরে॥

স্থিরদৃষ্টি শূরত্রয় কালচক্র পানে।
অনিমিখ আবর্ত্তন নেহারে নয়নে ॥
অন্তরের গূঢ়ভাব না স্ফুরে কথায়।
একদৃষ্টে চেয়ে যেন কা'র প্রতীক্ষায় ॥
ধর্ম্মের আসনধারী বীর অন্যতম—
যুবক যথেচ্ছাচার দাম্ভিক বিষম।
নিজ ইচ্ছামত ভার করিছে বহন।
কভু ত্যাগ করে, কভু ধরিছে আসন ॥
অতি কষ্টে ভারমাত্র ধরে শূরত্রয়।
রতন আসন তাই ভূমে না পড়য় ॥
ক্রমে মৃত্যুপতি বার দিলা সিংহাসনে।
হস্তেতে সংহার-দণ্ড ঘূর্ণিত লোচনে ॥
নহে শান্তমূর্ত্তি আজি অশান্ত-হৃদয়।
করাল কৃতান্তরূপ কঠোরতাময় ॥

ব্রহ্মাণ্ডের হাইকোর্ট নাম প্রেতলোক।
চতুর্দ্দশ চিফ্‌জজ হেথা বিচারক।
পালাক্রমে জষ্টিসেরা পান কার্য্যভার।
এক বর্ত্তমানে অন্যে না পান আসর ॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম চিত্রগুপ্ত নামে।
পেশকার হেথা তিনি ধাতার নিয়মে ॥

মাসের সংক্রান্তিদিনে জানি মাস শেষ।
মৃত্যুর রিপোর্ট গুপ্ত করিলেন পেশ ॥
এ পিট্ ও পিট্ করি দেখি দণ্ডধর।
"মৃত্যুসংখ্যা কম কেন" কন অতঃপর ॥
"ধাতার মনের কথা শুনেছ সেদিন।
ভারগ্রস্ত ধরা তাই হবে প্রাণি-হীন॥
আবার নূতন সৃষ্টি করিতে মনন।
আবার কারণে—বটপত্রেতে শয়ন ॥
বিসর্জ্জিতে পুরাতন প্রলয়-সাগরে।
আছে ভার মন্ত্রীবর আমার উপরে ॥
যেই সব মৃত্যু-চর আছয়ে আমার।
পলকে ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে সংহার ॥
তবে মৃত্যুসংখ্যা হেন কেন বুধবর।
ডাক' দেখি দূতপুঞ্জে কি দেয় উত্তর ॥"
শুনি কৃতান্তের বাণী ব্যাজ নাহি সয়।
কায়স্থকুলের পিতা গুপ্ত মহাশয় ॥—
লইলা বিশাল শিঙ্গা করিলা ফুৎকার।
যে যেখানে যমদূত পড়িল ঝঙ্কার ॥
মাত্র ধরিয়াছে আত্মা এই মরে প্রাণী।
শুনিয়া শিঙ্গার ধ্বনি ছাড়িল অমনি ॥
কেহ বৃষরূপে বহু করিয়া সন্ধান।
আক্রমিছে কোন জীবে—এই যায় প্রাণ ॥

যেমন শ্রবণে পশে গুপ্তের আওয়াজ।
ফিরিল সহসা যেন বাণ-বিদ্ধ বাজ॥
এরূপে শীকার ছাড়ি যমদূতগণ।
কৃতান্ত-নগরে সবে ধায় অগণন॥
কেহ কাল কেহ কটা কেহ সাদা হাঁদা।
জটা-খোপা চাপগোঁপা উভঝুটি বাঁধা॥
নাদা-ভুঁড়ি রলা-নড়ী কড়িপানা দাঁত।
দাপটে কপাটী লাগে ভেঙ্গে যায় আঁত॥
ধাপে ধাপে বসু কাঁপে কর্ণে লাগে খিল।
শব গিলি মুখ মেলি হাসে খিল্ খিল্॥
মাটিতে রেখেছে পা মাথায় আকাশ।
স্পর্শনে থাকুক কাজ দর্শনে তরাস॥
ছুটাছুটি হুটাহুটি চলে যমপুরে।
দিশাহারা আঁখিমরা ধুলার আঁধারে॥
উভরোলে গণ্ডগোলে হুজুরে হাজির।
ধর্ম্মের আসন ধারে নোয়াইল শির॥
একে একে ব্যাখ্যা করে কৃতিত্ব আপন।
পাঠক শুনহ কিছু তার বিবরণ॥

ভাঙ্গা দেহ ভাঙ্গা স্বর যক্ষ্মা নামে যমচর
দাঁড়াইল যষ্টি ভর করি।

শীর্ণতনু কম্পমান্ দন্তে দন্তে ঠন্ ঠন্
বলে—"প্রভু বড় খেদে মরি ॥
পূর্ব্বে ছিল ব্রহ্মশাপ আমার ছিল প্রতাপ
শশাঙ্ক হইতে মম সুরু।
প্রাদুর্ভূত এবে কলি জাতিভেদ গেছে চলি
সব সম—কেবা শিষ্য গুরু ॥
মর্ত্ত্যে এবে ব্রহ্ম নাই আছে শুধু ব্রাহ্ম-ভাই
শাপান্ত করিবে কেবা কারে!
বাপান্তে অশান্তি নাই প্রাণান্তে ঘুচে বালাই
মানে পাপ—মনের বিকারে!!
যদি মম ভাগ্যবলে উপযুক্ত পাত্র মিলে
দেব, তার সংখ্যা কম অতি!
আমা দ্বারা মৃত্যুপতি ন-পাট করিতে ক্ষিতি
পারিবে না—নাহিক শকতি !!

হাত দিয়া দুই গালে বসে বৃদ্ধ সভাতলে
দাঁড়াইল চর নাম—জ্বর।
নর-নাড়ী বেড়া কায় রক্ত-আঁখি খর চায়
পিত্ত শ্লেষ্মা সঙ্গে সহচর ॥
"ধরা রসাতলে দিতে" বলে জ্বরা যোড়হাতে
"হে অন্তক আমার স্বজন।

এতদিন প্রাণপণে পালিয়াছি সযতনে
তব আজ্ঞা না করি হেলন॥
গুমান হ'য়েছে গুঁড়া উচ্চমাথা ক্রমে মুড়া
এবে মম প্রভুত্ব বিলোপ।
ইচ্ছা করে ছেড়ে যাই চাকরীর মুখে ছাই
সদা বুকে কামানের তোপ॥
সাধিতে তোমার কাজ কিনা কৈনু প্রেতরাজ
দেখ স্থিরে মনে বিচারিয়া।
বঙ্গদেশ আজু কাঁপে ম্যালেরিয়া মূর্ত্তি দাপে
পশ্চিমেরা বোখার ভাবিয়া॥
কিনা কাণ্ড সে দিনেতে করিলাম আসামেতে
আজু তারা নহে বিস্মরণ।
একছত্রা একাকার তুলিলাম হাহাকার
'কালা' নামে সঘন কম্পন॥
কারে নাহি করি শঙ্কা বাজা'য়ে সমর-ডঙ্কা
উড়াইনু বিজয় নিশান।
প্রত্যাগত কালে পথে কলিকাতা নগরীতে
করিলাম সুদৃষ্টি প্রদান!!
কি কব দুঃখের কথা ব্যূহে অভিমন্যু যথা
ডাক্তারেরা বেড়িল আমায়।
যে যাহার প্রহরণ প্রহারিল অনুক্ষণ
আমার অমোঘ তেজ তায়॥

চন্দ্র সূর্য্য সেনবংশ আমারে করিতে ধ্বংস
রাজ্য ত্যজি বদ্ধ পরিকর।
কিছুতেই নাহি পারি আমার বিক্রমে হারি
'পেটেণ্ট' ছাড়িল অতঃপর॥
দূর হ'তে সিন্ধুপারে মম পথ লক্ষ্য ক'রে
'হল্‌ওয়ে' ছাড়িল তীব্রগুলি।
কত পোড়ে আমি পাকা কত রাজ্য কৈনু ফাঁকা
তুচ্ছ ভয়ে আমি কভু টলি?
ক্রমে বেড়ে গেল নাম হাঁসিল করিনু কাম
পেটেণ্টেরা হইল সহায়।
আমি মারি কেশ টেনে তারা মারে ধনেপ্রাণে
কলিকাতা হ'লো যায় যায়॥
শেষে ভাগ্যে মন্দফল অমৃতেতে হলাহল
পরাজিত নিজ কর্ম্মদোষে।
যত ছল পাতিলাম সব তাতে হারিলাম
জগত পূরিল অপযশে॥
কুলাপানা চক্র করি মুনিসিপাল নাম ধরি
শুনিলাম তোমার 'কজিন'।
কলিকাতায় পাতি কল ব'সে আছে মহাবল
ধরে নর,—জেলে যথা মীন॥
লাগিল আমার পিছু কিছুতে না হ'লো কিছু
অবশেষে পাতিল কৌশল।

ঝাঁ্যাটায় উড়ায় ধুল          ভার হৈল পথ চলা
টুটিল আমার বুদ্ধি বল ॥
সৃষ্টি সংহারিতে মন          যদি হে কর শমন
ঘরোয়া অনৈক্য ভাল নয়।
মিউনিসিপ্যাল কর হাত          এক ছেলে হবে মাত্
ভুক্তভোগী বৃদ্ধ জরা কয় !!

অধোমুখে বৈসে জরা          উঠিল কলেরা সেরা
ক্ষুদ্র আঁখি কোটরে ঢুকেছে।
দীর্ঘ দেহ যেন তাল          কৃমি কীটভরা গাল
গাত্রগন্ধে মাছি ছোটে পিছে ॥
রুক্ষ জটা শিরবেড়া          পিন্ধনে নেক্ড়া ছেড়া
নিবেদন করে যোড়করে।
"সৃষ্টি স্থিতি বিনাশন          দেব মহিষ-বাহন
অবগত হউন কিঙ্করে ॥
সৃষ্টি হ'তে এ পর্য্যন্ত          কত যে করেছি অন্ত
হে অন্তক অন্ত নাহি তার !
সংসারে সকলি মানে          দশে চিনে সবে জানে
কার না শোধেছি আমি ধার ॥
উজাড়িয়া জীবগণ          কতবার কৈনু বন
কতবার আবার পত্তন।

ধরা ল'য়ে ধুলাখেলা সাধ্য কি যে মুখে বলা
কত কৈনু কে করে গণন॥
যবে যেই কার্য্যভার অর্পিয়াছ মম'পর
বিমুখ হইনি কোন কালে।
ভৃত্যের কর্ত্তব্যসার— অরপিত কার্য্যোদ্ধার
সে কার্য্য সেধেছি ভুজবলে॥
পশার ক'রেছে মাটি 'হৈমবতী' চিকিৎসাটি
আমায় ক'রেছে হীনবল।
'ক্যাম্ফারেতে' দেশজ্বরা থাকিতেও আমি মরা
স্থান-হীন কোথা পাতি কল!!
বিলাতের 'হানিমান' সেই এ হানিল মান
হানি-মান দুঃখ কারে কই।
সোহাগের নাম ক'টি একেবারে সব মাটি
মাটি ফাটে—পাতালে সেঁধুই॥
ভার আছে ধার নাই ভারের গৌরব ছাই!
ভার যথা—রাজার টাইটেল্!
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য আমি তথা হীনবীর্য্য
দেখে শুনে গুড়ুম আক্কেল!!

সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা করেতে শাণিত ছোরা
গলে রজ্জু বুকে চাপা বাঁশ।
লোল জিহ্বা বহির্গত যায় প্রাণ কণ্ঠাগত
দীর্ঘশ্বাসে বহিছে নিশ্বাস॥
মাথায় বিয়ের ডালা অন্ধ-আঁখি শ্রুতি-কালা
মোহজালে আবরিত কায়।
আত্ম-হত্যা দূতরাজ দাঁড়ায় সভার মাঝ
কাম ক্রোধ সঙ্গে রিপু ছয়॥
বলে—"দেব মৃত্যুপতি নিবেদন সম্প্রতি
পৃথিবীতে দুর্গতি আমার।
যদি কেহ করে মন গলে রজ্জু—উদ্বন্ধন
কড়িহীন দড়ি মেলা ভার!!
রাজার হুকুম কড়া আফিঙের দর চড়া
তাও প্রায় উঠে যায় দেশে।
অস্ত্র ত রাজার থাস যদি রাখ—লবে 'পাশ'
ঘাস কাটি আমি বেটা কিসে?
হৃদয় সাহারা ভূমি কর্ম্মত্যাগ কৈন্ধ আমি
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মে ধর্ম্মে যাই।
যতদিন বেঁচে রব আর না ওপথে যাব
অধীনতা গ্যাঠের বালাই!!

উঠে বলে 'পেঁচো' চোরা আমি হই ছেলেধরা
ধরা ত্রস্ত আমার প্রতাপে।
না মানি রাজার দো'ই অঙ্কুরে মুড়া'য়ে লই
চোরা নামে চরাচর কাঁপে॥
এবে আমি দর্পহারা ছেলে-হীন বসুন্ধরা
যা আছে জ্যেঠার বড় তারা।
আমার প্রভূত্ব-হীন হইতেছে দিন দিন
হয়ে আছি জীয়ন্তেতে মরা॥
ভারতে আছিল মান টুটিয়াছে সে সম্মান
সভ্য হইয়াছে হিন্দুগণ।
গর্ভবতী হ'লে দারা বিলাতে পাঠায় তারা
ছেলে চাই 'বৃটিশ-বরণ'॥
আমি দেব হারি মানি পার হ'তে কালাপানি
সে দেশে আমারে নাহি মানে।
হারা চেয়ে চুপ্ ভাল জঞ্জাল মিটিয়া গেল
তাই ব'সে আছি মানে মানে॥

---

লাজে অধোমুখ আর যত যমচর।
অনিচ্ছায় অগ্রগামী হ'লো অতঃপর॥
প্রতিহত পৃথিবীতে যেবা যেইরূপে।
নিবেদন করে সবে শমন-সমীপে॥

শুনি মহাকাল মহাত্রস্ত গণি মনে।
মন্ত্রণা করেন মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত সনে॥
"সংসার সংহারকার্য্য এরূপে না হবে।
ধাতার বাসনা সুধ শীঘ্র না পূরিবে॥
হেন কার্য্য কর যাহে সৃষ্টি হয় লয়।
হেন ব্যাধি সৃজ' যেই সর্ব্বত্রে বিজয়॥
ডাক্তার হাকিমগণ নিশ্বাসে যাহার।
পলাইয়া যায় রড়ে—থাক্ প্রতিকার॥
বিশদ বিলাতি-বিদ্যা বিজ্ঞানাদি করি।
পরাহত হবে যার নামমাত্র স্মরি॥
তিলেকে ত্রিলোক-ভার করিতে হরণ।
পারে যেই কর ত্বরা তাহারে স্মরণ॥"
যম বাণী শুনি গুপ্ত চিন্তি কতক্ষণ।
ভব-ক্ষয় মহাব্যাধি কৈলা উদ্ভাবন॥
মানসে কল্পিত মাত্র নাহি সয় ব্যাজ।
দৈব-শক্তিবলে সৃষ্ট হৈল ব্যাধিরাজ॥
আপনি শমন নাম কৈলা নিরূপণ।
'প্লেগ' নামে চরাচর ভুবন কম্পন॥
ধবল বরণ অঙ্গ ধবল নয়ন।
ধবল ভূষণে শ্বেত তনু আচ্ছাদন॥
স্বহস্তে কৃতান্ত সাজাইলা ব্যাধিবরে।
সোনার মুকুট আনি পরাইলা শিরে॥

কষা-রূপে হাতে দিলা স্বীয় পাশদণ্ড।
পায়ে 'বুট' তাহে দিলা প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড॥
চীৎকার তরে দিলা করাল গর্জ্জন।
বজ্রমুষ্টি 'ঘুসি'রূপে করিলা অর্পণ॥
আর আর তেজ যত করি সমবায়।
রোগরাজে অরপিলা যম মহাশয়॥
অনুক্ষণ ধরণীর 'প্লীহা' ফাটা'বারে।
'খেয়াল' নামে নবভাব দিলা রোগবরে॥
দম্ভ আর অহঙ্কার দুই সহোদর।
বহুদিন দরবারে ছিল উমেদার॥
তা'দিগে ডাকিয়া তবে বলিলা শমন।
যাও প্লেগ অনুচর হও দুইজন॥
দুর্ভিক্ষের পানে চাহি কন ধর্ম্মরায়।
বহুদিন দাও নাহি কার্য্য পরিচয়॥
প্রেরিতেছি প্লেগ আমি আজি মর্ত্ত্যমাঝ।
সহায় হইয়া তার সিদ্ধ কর কাজ॥
অগ্নির সনেতে যদি থাকেন পবন।
নিশ্চয় হইবে ধ্বংস গিরি মেরু বন॥
ধ্বংস-ধ্বংস-মহাধ্বংস মম প্রয়োজন।
দুর্ভিক্ষ প্লেগের সনে করহ গমন॥
যদি বা প্লেগের কোপে কেহ বেঁচে যায়।
তব আলিঙ্গনে যেন কেহ নাহি রয়॥

প্লেগ দিবে মহাজ্ঞায় তুমি সই দিবে।
ধরণীর খড় কুটা তৃণ না রাখিবে॥
অমোঘ বিক্রমে কর ধরা আক্রমণ।
ধ্বংস—ধ্বংস—মহাধ্বংস মম প্রয়োজন॥
বলিতে বলিতে স্থির কৃতান্ত আপনি।
মহাকাল মহামূর্ত্তি প্রকাশ তখনি॥
সৃষ্টি স্থির—দৃষ্টি স্থির, স্থির ভূতলোক।
বিশ্ব চরাচর স্থির—নাহিক চমক॥
অনুচরসহ প্লেগ নমি ধর্ম্মে—স্থিরে।
মর্ত্ত্য মথিবারে নামে স্থিরে—ধীরে ধীরে॥
সহসা অনল বৃষ্টি হৈল উল্কাপাত।
রক্তধারা সিক্তধরা, পড়িল নির্ঘাত॥
ধাতার অনুজ্ঞা জ্ঞাত হইলা শমন।
ধ্বংস—ধ্বংস—ধরাধ্বংস বিধি প্রয়োজন॥

বন্দি দণ্ডধর সহ সহচর
প্লেগ ছাড়ে প্রেতদেশ।
নামিবার কালে নরক মহলে
প্রবেশি করিল বেশ॥
রৌরবের হ্রদে পরম আহ্লাদে
ডুবিয়া করিল স্নান।

মড়ার মাথার খুলির ভিতর
আসব করিল পান।
ভগ্‌বগ্‌ ফুটে কভু পড়ে উঠে
তপ্ত তৈল কুম্ভীপাকে।
কৃমি কীট লৈয়া অঞ্জলি পূরিয়া
ফেলে' পুনঃ লয় ছেঁকে ॥
মনের হরষে গিলিল গরাসে
আকণ্ঠ পূরিল তায়।
বসা মজ্জা লৈয়া হাতেতে পিষিয়া
মাখিল আপন গায়॥
তুক্‌ তাক্‌ বল করিতে বিফল
বাড়া'তে আপন মান।
শঙ্খিনী নারীর কেশ ছিন্ন করি
পুড়া'য়ে লইল ঘ্রাণ ॥
উপাড়িয়া বলে পুরীষেতে ফেলে
বিড়ালের চোরা-আঁখি
আঁধার ভেদিতে কজ্জল করিল
লইল নয়নে মাখি ॥

—o—

ধায় প্লেগ রঙ্গে সঙ্গীগণ সঙ্গে
বলে—"জয় যমজয়

ত্রিলোক নাশিতে চলহ ত্বরিতে
ভূভার করিতে ক্ষয় ॥”
নামে ধীরি ধীরি ধরা লক্ষ্য করি
পথে ভেটে শনৈশ্চরে।
শুভদৃষ্টি তরে বলে গ্রহবরে
আর কে বাঁচায় কারে !
অগ্রে শনৈশ্চর দৃষ্টি দিলা খর
বৃষ্টিহীন বসুন্ধরা।
শস্যহীন ক্ষেত্র অন্নহীন সত্র
মানব জীয়ন্তে মরা ॥
জুগী জোলা তাঁতি ছাড়ে স্ব স্ব বৃত্তি
তাঁত হ'তে 'মাকু' খসে।
'চালন' মন্তরে উড়ায় অন্তরে
গ্রহপতি মৃদু হেসে ॥
সাগরে পড়িয়া ধায় পীন 'মাকু'
লাগে যেয়ে 'ম্যাঞ্চেষ্টরে'।
হারাইল 'খেয়া' তন্তুবায়চয়
হায় চিরদিন তরে ! !
কাড়াইতে 'তানা' পড়ে গেল 'সানা'
'পড়েন পত্তনে ছিঁড়ে।
'বিলাতি ঢাকাই' মজাদার নাম
উঠিল ভারত জুড়ে ! !

কামার কুমার হইল ফাঁফর
'হাপর' না চলে আর।
তেলি ছাড়ে পেশা নরের দুর্দ্দশা
তৈলহীন—অন্ধকার ॥
যাগ যজ্ঞহীন দ্বিজ বিপ্রগণ
উঞ্ছবৃত্তি করে সার।
দিনরাতি খেটে অন্ন নাহি যোটে
কৃষিকুল হাহাকার ॥
কি করি কি করি 'চাকুরী' 'চাকুরী'
উপায় ত নাহি অন্য।
যুগ বিপর্য্যয় কালে সব হয়
গ্রহপতি তুমি ধন্য !!

---

নমি গ্রহপতি দীনের দুর্গতি
কতদিনে নষ্ট হবে।
তুষ্ট যদি হয় ছাড়িতে আমায়
একাদশে থা'ক তবে ॥
নমস্তে তপন— ছায়ার নন্দন
শ্রীবৎসলাঞ্ছন শনি।
রাবণ-রঞ্জক সৃষ্টি বিনাশক
পারক সমান গণি ॥

কজ্জল সঙ্কাশ কালিম বরণ
বহ্নিরস্ত কালিমাখা।
ডাগর উদর অবনত দেহ
চলন শ্রীপদে বাঁকা॥
শ্রুতি আঁখি দু'টি স্বকার্য্য সাধনে
দেব, তব বলহীন।
কপাট লাগা'য়ে মনের দুয়ারে
ব'সে আছ নিশিদিন॥
শমন-সোদর সংহার তৎপর
দুর্ভিক্ষের অগ্রগামী।
হোম পূজা যাগে কিসে অনুরাগ
বুঝিতে নারিনু আমি॥
দৃষ্টিমাত্র তব সৃষ্টি উড়ে যায়
সাক্ষী দেব গজানন।
ইন্দ্রাদি দেবতা তোমারে ডরায়
কি ছার সে নরগণ॥
কত শত শত অলকা ভাণ্ডার
নিশ্বাসে ক'রেছ ছাই।
কত সোমনাথ লুটিয়াছ দেব
ভারতের কিছু নাই!!
কত রাজগণ হৃত সিংহাসন
গলেতে দিয়াছ ফাঁসি।

কত রত্ননিধি শোষ' নিরবধি
প'ড়ে শুধু জলরাশি ॥
যা' আছে উড়াও উধাও—উধাও
কর তারে ফাঁকা-নাকা।
লম্বোদর শনি 'সব লোট' তুমি
শ্রীচরণযুগ বাঁকা ॥
নম গ্রহপতি গতির অগতি
ছারমতি—নাহি চিনি।
নমস্তে তপন— ছায়ার নন্দন
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন শনি ॥
গর্দ্দভ খচ্চরে তব অনুরাগ
আর ভারতের প্রতি।
পূজার প্রকার জানি না তোমার
আমি দেব [illegible]মতি ॥
মিনতি আমার চরণে তোমার
ছাড় মোরে মহাবল !
দেহে প্রাণ রয় তাও যায় যায়
মৃতপ্রাণে কিবা ফল !!
জয় গ্রহপতি গতির অগতি
কত সতী পতিহারা।
কি ছার সে 'চিন্তা' চিন্তিল না তোমা
চিনিল না তব ধারা !!

মকরাধিপতি গতির দুর্গতি
পিতৃসনে সদা ভেদ।
যায় বিশ্ব যা'ক্ হো'ক্ ছারখার
ছাড়না আপন জেদ॥
জলধি-তনয়া কিসে শ্রেষ্ঠ হবে
জলতলে বাসস্থান।
উচ্চে তব স্থিতি তুমি গ্রহপতি
স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধান!!
প্লেগ রোগ সনে যাও ধরাধামে
উজাড় করহ দেশ।
চেয়ে দেখ পিছে দুর্ভিক্ষ আসিছে
শুভ সম্মিলন বেশ!!

ধায় প্লেগ রঙ্গে সঙ্গীগণ সঙ্গে
বলে—"জয় যমজয়।
ধাও অগ্রভিতে নাশহ ত্বরিতে
ভূভার করহ ক্ষয়॥"
নামে প্লেগ রঙ্গে সহচর সঙ্গে
সাগরে ঢালিল বিষ।
বাড়বাগ্নি যথা জ্বলিল সাগর
ছড়াইল দশ দিশ॥

তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতে
বাড়িল বিষের ঢেউ।
ভারত-বাসীর জর জর তনু
বাঁচিবে না বুঝি কেউ॥
জাহাজ পূরিয়া বিষের 'পুরিয়া'
ভারতের প্রতিকূলে।
যেই আসে সেই— দলে মিশে যায়
দাঁড়ায় গো প্রতিকূলে!!
কুল কুল করি ভারত আকুল
অকূলে কোথায় কূল!
একূল ওকূল কিছুই রবে না
যমের না হবে ভুল!!
প্লেগ মহামারি কৈল আরম্ভন
দলবলে দড়বড়ে।
ঘোর বাত্যা যথা দলে শালবন
ভাঙ্গে গাছ মড়মড়ে॥
নিঠুর দুর্ভিক্ষ ছাইল মেদিনী
বন্ধ হ'লো মুষ্টি ভিক্ষা।—
ধরমের মূল— দীন হীনে দয়া
হিন্দুর পবিত্র শিক্ষা!!
দম্ভ অহঙ্কার করে ছারখার
সাধ্য কার রোধ করে।

মকরাধিপতি গতির অগতি
পিতৃসনে সদা ভেদ।
যায় বিশ্ব যা'ক্ হো'ক্ ছারখার
ছাড়না আপন জেদ॥
জলধি-তনয়া কিসে শ্রেষ্ঠ হবে
জলতলে বাসস্থান।
উচ্চে তব স্থিতি তুমি গ্রহপতি
স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধান!!
প্লেগ রোগ সনে যাও ধরাধামে
উজাড় করহ দেশ।
চেয়ে দেখ পিছে দুর্ভিক্ষ আসিছে
শুভ সম্মিলন বেশ!!

———o———

ধায় প্লেগ রঙ্গে সঙ্গীগণ সঙ্গে
বলে—"জয় যমজয়।
ধাও অগ্রভিতে নাশহ ত্বরিতে
ভূভার করহ ক্ষয়॥"
নামে প্লেগ রঙ্গে সহচর সঙ্গে
সাগরে ঢালিল বিষ।
বাড়বাগ্নি যথা জ্বলিল সাগর
ছড়াইল দশ দিশ॥

তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতে
বাড়িল বিষের ঢেউ।
ভারত-বাসীর জর জর তনু
বাঁচিবে না বুঝি কেউ॥
জাহাজ পূরিয়া বিষের 'পুরিয়া'
ভারতের প্রতিকূলে।
যেই আসে সেই— দলে মিশে যায়
দাঁড়ায় গো প্রতিকূলে!!
কুল কুল করি ভারত আকুল
অকূলে কোথায় কুল!
একুল ওকুল কিছুই রবে না
যমের না হবে ভুল!!
প্লেগ মহামারি কৈল আরম্ভন
দলবলে দড়বড়ে।
ঘোর বাত্যা যথা দলে শালবন
ভাঙ্গে গাছ মড়মড়ে॥
নিঠুর দুর্ভিক্ষ ছাইল মেদিনী
বন্ধ হ'লো মুষ্টি ভিক্ষা।—
ধরমের মূল— দীন হীনে দয়া
হিন্দুর পবিত্র শিক্ষা!!
দম্ভ অহঙ্কার করে ছারখার
সাধ্য কার রোধ করে।

সগোষ্ঠি বিনাশ হইবে নির্য্যাস
সর্ব্বনাশ যা'রে ধরে ॥
কাঁদে অভাগিনী ভারত-জননী
শূন্য হৃদি অঙ্ক চাহি।
উঠে হাহাকার গগন ভেদিয়া
রব শুধু—পরিত্রাহি ॥
শব সম সব ভারতের প্রজা
পড়ে গেল হুলস্থুল।
কে বাঁচায় কা'রে কেবা চায় কারে
যমের না হবে ভুল !!
ধায় প্লেগ রঙ্গে কলিঙ্গে তৈলঙ্গে
সাঙ্গপাঙ্গে অঙ্গে বঙ্গে।
সুরঙ্গে সুভঙ্গে পঙ্গপাল সম
হানা দিল চতুরঙ্গে ॥
আতঙ্কে মানব গণিল হতাশ
নিশ্বাস প্রমাদ মাখা।
প্রমোদ কানন ছিল যে ভুবন
প্লেগ-ভরে ফাঁকা-নাকা ॥
আকাশের পানে চায় ভীত প্রাণে
ভরসা আকাশ-বাণী।
আর কেন এবে ভারতের তরে
দুরাশা—আকাশ-বাণী ! !

কে বাঁচায় কারে    কেবা চায় কারে
কোথাও না পাবে কুল।
সৃষ্টি বিনাশিতে    ধাতার আদেশ
যমের না হবে ভুল !!

দম্ভ আর অহঙ্কার
বল্‌’ছেন প্লেগবরে।
“মশায় থাকুন বোম্বে যুড়ে
আমরা আসি ঘুরে॥
বড়দিনে বড় মজা
কলিকাতা সহরে।
ক্ষতি কি তায়—যাই না দেখে
আসি ফাঁকের ঘরে॥
বিশেষ এবার কন্‌গ্রেসের
বৈঠক সেথা হবে।
আমরা দু’ভাই না গেলে ত
অঙ্গহীন হবে॥
আঁধার ঘরে গ্যাসের আলো
এমনটী আর নাই।
দম্ভ আর অহঙ্কার
যমজ দু’টি ভাই !!

মিছামিছি দেশের পয়সা
বিদেশীরা খায়।
আমরা আছি কিসের তরে
প্রাণে একি সয় !!
কথার চোটে কল্‌জে ফাটে
লেক্‌চার দিতে জানি।
'সেকেণ্ড' দিতে সুর মিশা'তে
কোন্‌টাতে হারি মানি ॥
বোম্বে হ'তে ডেলিগেট
কে কে যাবে সেথা।
দলে মিশে থাক্‌বো ব'সে
একদম্‌—কল্‌কেত্তা ॥
খুজ্‌বো সুযোগ দেখ্‌বো মজা
কর্‌ব হাঁসিল কাম।
'প্লীহা ফাটা' 'ট্রামচাপা'তে
বেরিয়ে যাবে নাম ॥
রসার মাঠে রেসের বাজী
তাতেও লাভ আছে।
চড় চাপড় আর মুষ্টিযোগ
তা'ত মোদের কাছে ॥
শীকারছলে 'কালা' সাবাড়
সুযোগ বড় ভালো।

ও সব কাজে দায়ীত্ব কম
পেরে উঠলেই হ'লো!!
পাখাটানা কুলিগুলোর
জানের কদর 'ফিগ'।
থাক্‌লেও যা—না থাক্‌লে তা
না থাকাটাই ঠিক॥
'মাইট্ ইজ্ রাইট' হো হো
'মাইট্ ইজ রাইট্'।
মূল মন্ত্র জ'পে নে ভাই—
ত'য়ের হ'—'অল্‌রাইট্' !!

ক্রমে জবর খবর আজব সহর
কলিকাতায় পৌঁছিল।
মান্‌টার মাথা খেয়েছি কর্ত্তা
এবার, জান্‌টা বুঝি গেল॥
হপ্তায় হপ্তায় লাটের তক্তায়
বার্ত্তা আস্‌ছে তারে।
প্লেগের এবার আসর গুল্‌জার
ছাড়্‌ছে না আর কারে॥
শত্‌কে একটা তাও বাঁচেনা
একুল্লা মর্‌ছে সবে।

সাধের কলিকাতাতে পʼড়বে জেঁতে
উপায় কিবা হবে !!
এবার, গুদামপচা রদ্দি রাবিস
কিছু নাইকো বাছে।
বড় জবর সওদা কেয়সা ফায়দা
রপ্তানী নিয়েই আছে !!
চালান—চালান— মহাচালান
দেখে কাঁজ কি মাল।
এবার, চুনো পুঁটি কেউ রবে না
যমের, জগত-বেড়া জাল ॥
মেষের পালে বাঘ পʼড়েছে
দেশের হবে কিবা।
দশের ভাবনা কাজ কি ভেবে
আপ্‌না সাম্‌লাও বাবা !!
ভাব্‌ছ কি ভাই করাল রাহু
আকাশ জোড়া হাঁ।
এবার, ফাঁকের ঘরে বেঁচে যাবে
মনেও ভেব না ॥
যাগ যজ্ঞ তন্ত্র মন্ত্রে
গ্রহ শান্তি হয়।
মনের বিকার যা তা কর
'ভবী ভুল্‌বার নয়' !!

অকুল ভাবনা ফেলে রাখ্ না
ভেবে কিবা হবে॥
যা'বার তরে ভ'য়ের হ'না
যখন যেতেই হবে॥
সোণার পুকুর ঘাট বাঁধান
দশে নেবে বেঁটে।
বাড়ীর, জরির খোপা মনে হ'লে
আপ্‌শোষে প্রাণ ফাটে॥
সাধের, বাগ বাগিচা বালাখানা
সঙ্গে গেল না!
আমার, বুক ফেটে যায় মনে হ'লে
ও তার আল্‌তাপরা পা॥
ঝুমুর ঝুমুর 'মল' ক'রাছি
সদাই হৃদে বাজে।
মিছরি দানা চুড়ী পরা
হাতনাড়া কি কাজে॥
অমন চাল্‌তামুখী পটোল-আঁখি
নোলকটী তার নাকে।
ফিরে যদি না যাই দেশে
কে, দেখ্‌বে বল তাকে!
বার্ণিস্‌ করা চটক চিবুক
উল্‌কি দেওয়া অয়।

পানভরা গাল মনে হ'লে
প্রাণ যে ছিঁড়ে যায়॥
পানের রাগে রাঙ্গা ঠোঁটের
মিঠে কড়া বুলি।
যাই যদি সে যমের বাড়ী
তা'কি আমি ভুলি!!
কাজলপরা চোক দু'টীতে
কাজ্‌লা তারা ঘুরে।
যেন, কালো সরে কালো কুমীর
খেল্‌ছে সোহাগ ভরে॥
আ ম'রে যাই চিরুণী-দাঁতী
কি খেঁচুনী তায়।
আমায়, মাত্‌ ক'রেছে দাঁতের তরে—
তামাক পোড়ার স্বায়!!
বারানসী বেল্‌দার বডী
সে দিন দি'ছি কিনে॥
আজু, হয়নি বাসি প'রেছিলু
পূজোর ক'টী দিনে॥
আবার, যাত্রাকালে সোহাগ ভরে
বলেছিল "নাথ—
বাটী আস্‌বে যখন এনো আমার
খেজুর-ছড়ি নথ!"

কোথায় বা নথ  কোথায় সে নাথ
পথে ব'স্‌তে হ'লো।
ধনী, প্রাণটী ছেড়ে  প্রাণনাথ তোর
যমের বাড়ী গেল ॥
নাকি সুরে  কেঁদে কেঁদে
কে ভিজাবে মাটি।
তোর, মানের দায়ে  পিঠে আমার
ফোটা ঝাঁ্যাটার কাটি ॥
মনে হ'লে  এ সব কথা
প্রাণ কি যেতে চায়।
কি কর্‌ব প্রিয়ে  পাষাণ দিয়ে
যাচ্ছি বড় দায় !!
অন্তিমকালে  দেখ্‌তে বারেক.
পোড়া মনের বেগ।
নিলে, নাড়ী ছিঁড়ে  দেয় না ছেড়ে
নাছোড়বান্দা প্লেগ !!
আর ভেব না  নিদান সময়
ওরে, হবাচন্দ্র গবা !
দশের ভাবনা  কাজ কি ভেবে
আপনা সাম্‌লাও বাবা ! !
পাষাণ হৃদয়  শমনরাজের
ভিজিয়েছে কে কবে।

যাবার তরে ও'য়ের হ'লো
যখন, যেতেই হবে ॥

ক্রমে জবর খবর আজব সহর
কলিকাতায় পৌঁছিল।
বম্বে এবার দম্‌ছে ভারি
প্লেগের ভরে গেল ॥
হপ্তায় হপ্তায় লাটের তক্তায়
খবর অসেছে তারে।
শত্‌কে একটা তাও বাঁচে না
ফেল্‌লে বুঝি ফেরে।
"ধর্ম্মতলায় কর্ম্ম চালায়
তারা, ধর্ম্ম অবতার।
আসল কাজে কেউ না খুজে
সবগুলিই বেকার !!
কাঙ্গাল নরে ফেল্‌তে ফেরে
পাতাই আছে কল।
আদর ক'রে নাম রেখেছে
মুন্সি-পেটী পাল ॥"
"কি বল্‌লে ভাই আবার বল
হয়নি এস্তমাল।

নামটি কি ভাই    আবার শুনি
'ইঁদুর মারা কল'?"
"আ ম'লো যা    বঙ্কচন্দ্র
কি, বল্‌ছিস্‌ রাজপথে।
ওরা, শুনে যদি    আমাদের কি
ঘাড় থাক্‌বে মাথে !!
আয় চ'লে যাই    ফাঁকে দাঁড়াই
ব'ল্‌ব এখন জোরে।"
কবি ব'লে    ভয় কি বাবা
চলে যাও না জোরে ॥

ক্রমে জবর খবর    আজব সহর
কলিকাতায় পৌঁছিল।
সবে, মাথায় আকাশ ভাস্‌ছে হতাশ—
কি হ'লো কি হ'লো !!
নগ্‌দা মুটে    ছুট্‌লো ছুটে
মাথায়—খালি ঝুঁড়ি।
বাবু ভাবেন    সার্‌লে এবার
মাথায়—চেরা টেঁরি ॥
কেরাণীর দল    ছাড়্‌লে আফিস
মাথায়—রেখে কাজ।

বড় সাহেব আঁটলেন চার্ব
মাথায়—প'লো বাজ ॥
উকিল বাবু ফির্‌লেন বাড়ী
মাথায়—শালের সরা।
বড় লোকের ভাবনা কি ভাই
মাথায়—গোবর ভরা ॥
বক্তা ভাবেন তক্তায় শু'য়ে
মাথায়—কথা খালি।
দেশ-হিতৈষী বাবু ভাবেন
মাথায়—ভদ্রকালী ॥
জমিদারের মুস্কিল ভারি
মাথায়—লাটের টাকা।
এডিটরের ক্রেডিট নষ্ট
মাথায়—'কলম' ফাঁকা ॥
বাড়ীর কর্ত্তা ভাব্‌ছেন বসে
মাথায়—যেন ছাত্।
মিউনিসিপাল কর্ত্তা ভাবেন
মাথায়—দিয়ে হাত ॥
টেক্‌সর ভরে উদর ডাগর
পালাবার—যো নাই।
উপায় কিছু পান্ না খুঁজে
মাথা মুণ্ড ছাই !!

জুটলো ক্রমে          হোম্‌রা চোম্‌রা
কমিশনারগণ।
প্লেগের সনে          লড়্‌তে যাবেন
ডাক্তার 'সিম্‌সন' ॥
হাততালি          আর থ্যাঙ্ক বুলি
উঠ্‌লো গণ্ডগোল!
হাটে মাঠে          পথে ঘাটে
পিটিয়ে দিলে ঢোল ॥—

"বোম্বের কথা কেউ তুল'না
বোম্বাই-আম খে'তে মানা
বোম্বাই-চাদর আর কিন না
মর' মর্‌বে শীতে।
প্লেগ, দিয়ে ব'সেছে থানা
বোম্বেদেশে কেউ যেওনা
মারা পড়্‌বে ষোল আনা
পথে যেতে যেতে ॥
যদি কেউ যায়গো ভুলে
পুলিশ তারে দেবে জেলে
হয় ফাঁসি কি নয় শূলে
প্রাণটি যাবে তার।

বোম্বে মানুষ রাখ্‌তে মানা
এ'টি যেন থাকে জানা
রাখ্‌লে পরে বড় 'গোণা'
না পাবে নিস্তার ॥

বল্‌লে কেউ বোম্বের কথা
তার সনে ক'ওনা কথা
বিকিয়ে যাবে ঝুলি কাঁথা
সার হবে গাছতলা।

গুড়ুম গুড়ুম ধাই ধাই
মনে রেখ সব ভাই
আমি এখন ঘরে যাই
হ'লো খাবার বেলা ॥



সুসজ্জিত বিডন উদ্যান।
মনোহর তরুরাজী
কুসুম রতনে সাজি'
ব্যাকুলিত পুলকিত করে লোক প্রাণ।
শোভা মূর্ত্তিমতী যেন ত্যজিয়া স্বস্থান ॥

আনন্দে পবনদেব বহিছে মৃদুল।
 পত্ পত্ পত্ ধ্বনি
 উড়ায় পতাকা শ্রেণী
কাঁপায় কখন মৃদু মধু ফুলকুল।
রসভঙ্গ রসিকের—ভ্রমর ব্যাকুল।

ব্যাকুল রসিকবর বারেক উড়িয়া।
 আর না বসিতে পায়
 বাদী যে পবন হায়!
ত্রস্ত সদা ফুলরাণী স্থির নহে কায়া।
শশব্যস্ত রসরাজ লক্ষ্য না পাইয়া॥

অদূরে কেতকী হাসে দন্ত বিকশিয়া।
 আপনার দেহ্-রজে
 রঞ্জি দেছে অলি-রাজে
'খুব হইয়াছে' বলি ভ্রুকুটি করিয়া।
কবি হাসে পীরিতের লাঞ্ছনা হেরিয়া॥

হাস্নুক কেতকী ধনী মিলিত অধরে।
 উড়ুক পতঙ্গ ঘুরে
 কাঁপুক কুসুম ধীরে
ও রঙ্গ এখন থাক্—দেখা যাবে পরে।
যা' দেখিতে আসিয়াছি দেখিগে ও ধারে!!

মনোহর চন্দ্রাতপ দূর-প্রসারিত।
যেন, আকাশের তলে
দ্বিতীয় আকাশ ঝুলে
তার তলে হররঙ্গা কুসুম ফুটিত।
'আকশ-কুসুম' নহে—অসার কল্পিত !!

ভাঙ্গা বেড়া হায় এবে ভারত-উদ্যান।
তথাপি যে ক'টি ফুল
(চোরের হ'য়েছে ভুল)
রক্ষা করিতেছে গুণে—ভারত সম্মান।
সৌরভ দিগন্ত-ব্যাপী—গৌরবে অজ্ঞান !!

আজি সম্মিলিত সবে বিডন উদ্যানে।
ঘুচাইতে ধরাভার
মুছাইতে অশ্রুধার
অভাগিনী ভারতের, মগ্ন সবে ধ্যানে।
চক্ষু মুদি নহে কিন্তু—চসমা নয়নে॥

চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় খাদ্য ভারে ভার।
কাঙ্গালীরা নাহি পাবে
বাঙ্গালী-বীরেরা খাবে
আর খাবে ডেলিগেট—ভারতের স্যার।
উপবাসে পূজা নয়—ষোড়শোপচার !!

হোতা গুরু পুরোহিত ব্রতী শ্রুতিধর।
এপিট্ ওপিট্ করি
সব সম যারে হেরি
যোগ্য কেবা এ যজ্ঞেতে চিনে লওয়া ভার।
হাম্‌বড় সব ভাই—হায়রে 'গুল্‌জার'!!

কোথা মন্ত্র উচ্চারণ—কোথা বা অঞ্জলি!
জলাঞ্জলি দিয়া কুলে
কি কাজ অঞ্জলি ফুলে
এ পূজা-পদ্ধতি এই—এ যে কাল কলি।
ঘৃণা লজ্জা জাতি মান এ যজ্ঞের বলি॥

মুচি শুচী ভেদ নাই চণ্ডাল ব্রাহ্মণ।
মাতৃ নামে অশ্রুধার
গলাবাজী আছে যার
এস ত্বরা কর এসে আসন গ্রহণ!
উড়িয়া আসামী নাগা পারসী যবন॥

কাবুল ফিরিঙ্গি মগ চায়না তাতার।
একাসনে ব'সে খাবে
রুচির বিকার যাবে
প্রেমধন লাভ হবে সংসারের সার।
প্রেম লাভে পরমার্থ ভারত উদ্ধার॥

দেশেতে দুর্ভিক্ষ এবে মহার্ঘ তণ্ডুল।
কাজ নাই 'আলো-চেলে'
'চাঁপাকলা কালো-তিলে'
নৈবেদ্যের খুঁটিনাটি—পুরাতন 'রুল'।
যেতে দাও, ও সকল বিধাতার ভুল॥

সভ্য হও, এবে ছাড়' পুরাতন প্রথা।
নূতনে মজাও মন
পাইবে রতন ধন
কাজ শিখে কাজ কিবা শিখ' শুধু—কথা।
ব্যাখ্যা কর' হের ওই বাঙ্গালীর মাথা!!

কত গুণবন্ত হায় বাঙ্গালী এখন।
বাঙ্গালী বক্তৃতা করে
বিলাতেও যেতে পারে
খেতে পারে একাসনে—ইংরাজ যেমন।
কেন না করিবে হায় কংগ্রেস এমন॥

বেঁচে থাক' কিছুদিন—বেশীদিন নয়।
দেখিবে দু'দিন পরে
সব জাতি গেছে 'হেরে'
বাবুদের বাহাদুরী ঘোষে ধরাময়।
সমস্ত জগত গাবে—বাবুদের জয়!!

কাজ নাই বেঁচে থেকে এ ভাঙ্গা আসরে।
আগে হ'তে গেয়ে যাই
"জয় জয় বাবু ভাই—
খেওয়াল ছওয়ালে মত্ত আর অহঙ্কারে!
জয় জয় বাবু ভাই কন্‌গ্রেস করে॥"

অপরূপ মাতৃপূজা নেহার' নয়নে।
অন্নাভাবে দেশ জ্বরে
পুত্র মরে—পিতা হেরে
মাতার মুখের গ্রাস খাইছে সন্তানে।
চমৎকার মাতৃপূজা—মাতৃশ্রাদ্ধ দিনে!!

আতঙ্কে সাহেব বলে মেম্-পদতলে।
"প্রাণেশ্বরী ক্ষেমঙ্করী চল যাই চ'লে॥
আর এ ভারতে থাকা যুক্তি না যুয়ায়।
দেশে ফিরি ভিক্ষা করি খাওয়াব তোমায়॥
আমার 'সুইট-মেরি' চল মোর সনে।
একা ফেলি তোমা—একা যাই বা কেমনে॥
চেহারা দোহারা ঢং শাল-তাল সম।
শ্রীমুখে আঁইস-গন্ধ কিবা নিরুপম॥

চব্বিশ ঘণ্টাই চলে 'চেরি 'খোসবয়।
না দিলে শ্রীমুখে মুখ দেওয়া হয় দায়॥
দেহ-হর্ম্ম্য রম্য সদা 'পাউডার' লেপনে।
স্বার্থক আমার অর্থ—স্বার্থক অর্জ্জনে !!
এমন বিড়াল-আঁখি কোথা পাব হায়!
কি কটা রূপের ছটা মন মুগ্ধ যায়!
কলহংস জিনি ধনীর প্যাক্ প্যাক্ ধ্বনি।
দিবারাতি দ্বন্দ্ববতী হাতে সম্মার্জ্জনী॥
হেন মণি ফেলে যেতে ভারত-প্রান্তরে।
যুক্তি নয়, চুক্তি আছে, পড়ি পাছে ফেরে॥
অহর্নিশি অন্তরাত্মা শুখায় হতাশে।
কি জানি কখন যমদূতে ধরে এসে॥
প্রাণ যদি থাকে পুনঃ জুটিবে সম্বল।
হীন প্রাণে বেঁচে থাকা কি ফল—কি ফল !!
পাশের বাটীতে শুন বাজিতেছে 'নেল'।
ভেঙ্গেছে কপাল কার 'গুড়্ ম আক্কেল'॥
'মাই ডিয়ার' 'ডিলে' আর উচিত না হয়।
'মেক্-হেষ্ট্' 'মেক্-হেষ্ট্' 'প্লিজ্' 'টাইম্' যে যায়॥
আছে যত 'হাউসোল্ড' সামগ্রী সম্ভার।
কর প্রিয়ে কর ত্বরা বন্দেজ তাহার॥
পঞ্চপদ রম্যখাট সন্তাপহারিণী।
ক্যাঁকোচ্ মধুরনাদে মৃদু-নিনাদিনী॥

দাও বৃদ্ধ দ্বারবানে—আছে বহুদিন।
সুখে শু'য়ে তবু নাম করিবে দু'দিন॥
'কারলিং-পুসী' দু'টী যতনের ধন।
মেথর-বাবুকে দাও করি বিতরণ॥
ঘেউ ঘেউ মেউ মেউ সুমধুর স্বর।
শুনিতে না পাব হায় এ জনমে আর!!
কাচের বাসনগুলি চীনের পুতুল।
দেখ যেন একটীও নাহি হয় ভুল॥
বেতের বাসকেট আর চামড়ায় ব্যাগ।
টিপয় টীপট আর টীন-বাল্‌টি মগ্॥
খুঁটি নাটি আর দ্রব্য আছে যত হলে।
প্রের' প্রিয়ে প্রাণাধিকে 'মেকেঞ্জিলায়ালে'॥
এড্‌ভান্‌স অফ্‌কোর্স তারা কিছু দেবে।
জাহাজের ভাড়া তবু তাঁ'তে সেভ্ হবে॥
ওই শুন পুনঃ বাজে ও বাড়ীতে 'বেল্'।
উঠ প্রিয়ে কর ত্বরা হব ট্রেন ফেল্॥
বলিতে বলিতে পতি ব্যস্ত অতিশয়।
হ্যাট্ এঁটে কোট সেঁটে ছড়ি হাতে লয়॥
বেতের কৌচেতে ধনী বনাতাচ্ছাদনে।
চায়ের তোয়াজে মগ্ন ঔষিক শয়নে!
শুনিয়া পতির বাণি হারায় 'টেম্পার'।
বলে, ঘৃতাহুত যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।—

"ড্যাম্ দি ডেভিল্ দাউ ল্যাম্ব লাইক কাউয়ার্ড !
'এওয়ার নিগার ফুল' টু-হার্স-হার্ড !!
জান না কি সুখে আছি ভারত ভিতরে।
অভাব কাহাকে বলে জানি না অন্তরে ॥
বিলাসিতা জন্মভূমি সত্য সে লণ্ডন।
লীলাস্থান কিন্তু তার ভারত-প্রাঙ্গন ॥
জগতের প্রতিস্থান কর অন্বেষণ।
বৃটিশের অর্থভার কে করে বহন ?
কেহ নয়—কেহ নয়—কেহ নয় আর।
সহিতে ভারত শক্ত বৃটন আব্দার ॥
যেই দিন বোম্বে কুলে ফেলিয়াছি পা।
অভাব যে কি জিনিস ভুলে গেছি তা ॥
কে পুছিত বল তোমা ইংলণ্ডে থাকিলে।
হেথা এলে মোটা হ'লে সার্ভিস জোটালে ॥
লণ্ডনেতে কি লাঞ্ছনা দেখ চাঁদ স্মরি।
পূরিতে উদর পোড়া কত কাণ্ড করি ॥
শুষ্কমুখে সারাদিন পিটিতে 'হামার'।
তাতেও দু'বেলা ভাত মেলা হ'তো ভার ॥
যত যেই দাতা তথা আছে সব জানা।
সাধে কি ভারত ছেড়ে যেতে করি মানা ॥
দ্বারে দ্বারে খেটে হাড় করিয়াছি কালি !
হোটেলের-মেড' নাম ঘুচা'য়েছে কালি ॥

কোথা ছিলে তুমি নাথ কোথা ছিনু আমি।
ভারতে আসিবে তাই—তুমি মম স্বামী॥
কেমন মাণিক জোড় কত হায় ক্ষেম্।
ল'ভেছি সুনাম 'বড় সাহেবের মেম্'॥
পায়ে ধরা ভুলে গেছি—এবে মম পায়।
কেরাণীর দল কত গড়াগড়ি যায়!!
আমি তুষ্ট হ'লে তারা চাঁদ হাতে পাবে!
চাকরী জুটিবে হায় নাক-ফোঁড়া রবে॥
'হুজুর' 'সেলাম' বাণি ধ্বনি অনুক্ষণ।
এ বিভব ফেলে গেলে পাবে কি এমন?
য়ুনানি-রমণী ধরে উন্নত-হৃদয়।
ভাবরাশি পুঞ্জীকৃত 'এম্‌বিশন'ময়॥
'কিস্-মি-কুইক' চেরি, ফ্রেণ্ডসিপ ফ্রেস্।
কে দিবে ভারত ছেড়ে গেলে অন্য দেশ॥
তুমি যাও—যাও একা, আমি-ত যাব না।
জীবনে সাগর পার আরত হব না!!
ভারত—সিদ্ধির-ঝুলি যা' চাই তা দেয়।
ভারত—মায়ের মত, না খেয়ে খাওয়ায়॥
ভারত—অচল বজ্র-বাঁটুলের প্রায়।
ভারত—সহস্র ঘায়ে চূর্ণ নাহি হয়॥
ভারত—বুটন কাছে রেহিনী-খাতক।
ভারত—সোধিতে ঋণ নহে পলাতক॥

ভারত—'গোল্‌ডেন-গুজ' নানারত্ন ধরে।
ভারত—ডিক্রীর প্রজা মরে, তবু ধারে॥
ভারত—'ওপেন্‌ড-ষ্টোর' ইংরাজের দায়॥
ভারত—সে বৃষকেতু মরিয়া খাওয়ায়॥
এমন 'ভারত ছাড়া' ভারত ভারত!
নিমক-হারাম তুমি ছাড়িবে ভারত?
যাও তুমি যাও একা—আমিত যাব না।
জনমে সাগর পার হব না—হব না॥
দেশে যাও ভস্ম খাও—পোড়ামুখো পিগ্‌!
'লভার' পাইব ঢের—ধিক্‌ তোমা ধিক্‌॥
ডাইভোর্স অব কোর্স"—বলিয়া ত্বরিত।
কোচ্‌ ছেড়ে উঠে বিবি জ্বলন্ত-তড়িত॥
দেখে শুনে মিষ্টারের আকাট গৌরাঙ্গ।
দর দর চোখে ধারা টেম্‌স-তরঙ্গ॥
ধন্যরে সভ্যতা ধন্য—স্বাধীনতা-সার।
ধন্য ঘরকন্না বাছা ইংরাজ তোমার!!
এক সুখে অন্যে সুখী—প্রেমের নিয়ম।
তোমার এ 'লভ্‌' বুঝি?—তাই এ বিষম!
এই যদি 'লভ' তব—লাভ এতে কি!
'চিনির বলদ' তুমি—ছিঃ তোমা ছিঃ!!
ভাবিলে কি হবে কর কর্ত্তব্য যা' হয়?
কর্ম্মপ্রিয় চিরকাল জানিছে তোমায়॥

প্রাণ, প্রেম সম্মুখেতে প্রিয় দ্রব্য দু'টি।
একদিক রক্ষা কর—মনে ধরে যে'টি ॥
প্রাণ চাও স'রে পড় বিলম্ব সবে না।
একা যেতে হবে দেব—দেবীত যাবে না ॥
প্রেমধন চাও যদি সংসারের সার।
পতঙ্গের মত ধাও—হও অগ্রসর !!



ভয়ানক সোর গোল চায়না বাজারে।
সপ্ ছাড়ি চীনে সব কাঁদিছে দুয়ারে ॥
কিচিং মিচিং চিং হনৃচিউ কং।
কানৃচু ফানৃচু চুচু চানাচুর হং ॥
ইত্যাদি ভাষিছে ভয়ে করিয়া সুস্বর।
শুনহ পাঠক কিছু অনুবাদ তার ॥—
'আচিনের' বুট পায় কেহ নাহি দিবে।
মোলাম পেনেলা আর কেহ না পরিবে ॥
আমাদের 'ছাই' বড় থাই নাহি মিটে।
ক'রেছে মিটিং সব বাঙ্গালীরা জুটে ॥
তারা, চট্টো প'রে ভট্ট হবে কাজ কি হাণ্টিং পরি।
নইলে নয় ত চট্টোপাধ্যায় খুলেছে 'ফ্যাকৃটরি' ॥
ফেরিওয়ালার চ্যানাচুর ভেরি গ্লাডে খাবে।
জুতো কেনা থাকু, চিনেবাজারে না যাবে ॥

আরশোলা ব্যাঙ নেংটি ইঁদুর আমাদের ভক্ষণ।
আর শুনেছি 'ডিসিন' দাদা তাও নাকি বারণ !!
চায়না থেকে বোম্বে পোর্টে এসেছে জাহাজ।
তাতে একটি বহুকেলে ছিলেন ইঁদুররাজ ॥
'ইন্দ্ররাজের' এ জাহাজে অনেক দিনে বাস।
বেয়ারিং পোষ্টে যাতায়াত হ'চ্ছে বারমাস ॥
ভাড়া ভুতো হয় না দিতে 'ফ্রি'ভে আনাগোনা।
মনের সাধে নিচ্ছেন দেখে ময়াক্কা মদিনা ॥
বয়স দোষে বৃদ্ধাবস্থা চলচ্ছক্তিহীন।
বেঁচে আছেন কোন গতিকে মুষিক প্রবীণ ॥
কোন্‌কালেতে চায়নায় নাকি প্লেগ হ'য়েছিল।
সে কালেতে মূষামশায় শৈশব আছিল ॥
প্লেগের কারণ নির্দ্ধারিতে পড়ে গেল ধুম।
কর্ত্তার দলে মুষিকবরে করিলেন জুলুম।
রীতিমত বক্‌সে তুলে জবানবন্দী হ'লো।—
হংকং প্লেগে ইন্দ্ররাজ সে দেশেতে ছিল ॥
সেই সে প্লেগের বীজ মুষার দেহেতে।
এখন, কাল পেয়ে কালকূট তুলে মুষিক ভারতে ॥
তাইতে, এই প্লেগের প্রকোপ আর কিছুতে নয়।
ডাক্তার হেকিম কবিরাজে করলে 'সাটিফয়'।
তদ্দণ্ডেই ইন্দুর ভায়া গেলেন 'গিলিটন'।
চীনে ম্যানের বন্ধ হ'লো ইন্দুর ভক্ষণ ॥

আরশ্বোলা সব বিষে জরা খাওয়া হবে না।
ব্যাঙ বেঙাচী নেষ্টি জিনিস খেতে দেবে না॥
যা আমরা খেতে চাব রাজার বারণ তাই।
'কচ্‌কচিতে কাজ কি মোরা দেশে চলে যাই'॥
খাবার জিনিস নাই বাংলাতে ছিল কিঞ্চিৎ টাকা।
ব্যাভার দোষে ব্যবসা মাটি—সাধে কি কথা বাঁকা?
শুক্‌নো গাছে কাজ কি ব'সে কালি চ'লে যাব।
যা ক'রেছি দেশে নিয়ে—ভিক্ষে মেগে খাব!!
কবি বলে এমন সুদিন—সে দিন হবে কবে।
তোমরা, দশজনে গা তুল্লেই আবার
সোণার বাংলা হবে॥

বিষম সংহার মূর্ত্তি ধর প্লেগবর!
প্রকাশ' প্রকাশ' নিজ বিক্রম অপার॥
হয় হোক্‌ হাহাকার
যাক্‌ রাজ্য ছারখার
না থাক্‌ প্রশংসাবাদ বিক্রমে তোমার।
স্বকার্য্য সাধন শীঘ্র কর প্লেগবর!!

কান্দুক জননী মৃতপুত্র করি কোলে।
ভাসুক পতির শোকে সতী আঁখি-জলে

বন্ধ কর শ্রুতি দু'টি
ঘুচাও আঁখির দিঠি
মনের কপাটে খিল দাও যমচর।
বিষম সংহার মূর্ত্তি ধর প্লেগবর !!

উঠুক না গণ্ডগোল ভারতে প্রলয়।
করুক সহস্র চেষ্টা তাড়া'তে তোমায়॥
দৈববলে বলীয়ান
কে হইবে আগুয়ান
পরাজিত হবে সবে বিক্রমে তোমার।
ভীষণ সংহার মূর্ত্তি ধর প্লেগবর !!

দুরক্ষর যমবাণী করহ স্মরণ।
অবগত হইয়াছ ধাতার মনন॥
অধোমুখে যুগত্রয়
স্বচক্ষে দেখেছ হায় !
বিপর্য্যয় হবে সৃষ্টি জেন ইহা সার।
ভীষণ সংহার মূর্ত্তি ধর প্লেগবর !!

চারি-ভীতে ভারতের কর' আক্রমণ।
দেখ কোথা ফাঁক আছে কর অন্বেষণ॥
সীমান্তে, নদীর পথে
তুঙ্গ শৈল শিখরেতে

উপকূলে, প্রতিকূলে কে আছে কোথায়।
সাদরে আহ্বানি তারে কররে সহায়॥

টারকী পাঠান যথা মোগল দুর্জ্জয়।
লণ্ডভণ্ড করি কৈল ভারত বিজয়॥
মন্দির ভাণ্ডার খনি
রজত প্রবাল মণি
লুটে নিল, না রাখিল একটি রতন।
দেখ কোথা আছে ফাঁক কর অন্বেষণ॥

রক্তবর্ণ ইতিহাস শমন-সদনে
ভারতের পুরাবৃত্ত;—দেখেছ নয়নে।
বহুদিন গত হ'লো
সে শোণিত না মুছিল
রক্ত সিক্ত প্রতি পত্র র'য়েছে তেমন।
এ ভারতে মহামারী নহে ত নূতন!!

কত ভীষ্ম গত, কত মহাগুরু দ্রোণ।
কত শত কর্ণ শেষ কত দুর্য্যোধন॥
অভিমন্যু শত গত
অসংখ্য, সে কব কত
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন কতই পতন।
এ ভারতে মহামারী নহে ত নূতন!!

উত্থান পতন জল-বুদ্বুদের প্রায়।
সংসার-অর্ণব নিত্য মহা-খেলাময়॥
ভারতের ভাগ্যে বিধি
লিখেছেন অন্য বিধি
উত্থানের নাম নাই সতত পতন।
কুরুক্ষেত্র মহাচিত্র করহ স্মরণ॥

কি কুক্ষণে মহামানী মহান্ গৌরবে।
মহাপণে বদ্ধ হ'লে জিনিবে পাণ্ডবে॥
পূর্ণ না হইল পণ
হত আশা হত মান
আত্মীয় বান্ধব হত—ধরিত্রী-ভূষণ।
কুরুক্ষেত্র-মহাক্ষতি না হ'লো পূরণ!!

হ'লো না পূরণ আর—হবে না পূরণ।
রে বাতুল! মনে স্থান দিও না এমন॥
অতল সিন্ধুর জলে
যে রতন চ্যুত—হেলে
উদ্ধারিবে সে রতন! বৃথা আকিঞ্চন।
কুরুক্ষেত্র-মহাক্ষতি না হবে পূরণ॥

ভূভার হরণ ছল—ছল বিধাতার!
অবশিষ্ট যদুবংশে যাহা ছিল সার:

ঋষির শাপান্তছলে
আত্ম আত্ম কোলাহলে
প্রভাসের কুলে লীলা কৈল সংবরণ।
এ ভারতে মহামারী নহে ত নূতন॥

শাণিত কুঠারধারী করে জয়পাশ।
ভৃগুরাম—রাম রাম—ক্ষত্রিয়ের ত্রাস !!
পিতৃবাক্য রক্ষিবারে
নহে দুই একবারে
একাধিক বিংশ বার ক্ষত্রিয় নিধন।
এ ভারতে মহামারী নহেত নূতন !!

যে ভারতে পিতামাতা নির্ম্মম হৃদয়।
'যুদ্ধে যাও' বলি দেয় সন্তানে বিদায়॥
দয়াহীনা কি রাক্ষসী
করেতে প্রদানি অসি
করে সতী যুদ্ধে গতি পতির বরণ।
সে ভারতে মহামারী নহেত নূতন॥

যুদ্ধে মরি স্বর্গলাভ—বেদবাণী যার।
পর উপকার হয় পরমার্থ সার।
দয়া—ধরমের মুল
যে দেশেতে জানে স্থূল

দুষ্কৃতি দলন সদা শাস্ত্রের বচন।
সে দেশেতে মহামারী নহেত নূতন ॥

শ্রেষ্ঠগুরু অভ্যাগত অতিথি রতন
যে দেশের নীতিবাণী ব্যক্ত ত্রিভুবন।
না খেয়ে খাওয়াবে পরে
ভূক্ত ঘৃত ঋণ ক'রে
দীন হীনে বিধি যথা সদা বিতরণ।
সে দেশেতে মহামারী নহেত নূতন ॥

প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনে হয় নিরয়ে গমন।
যে দেশের উপদেষ্টা ভাষে অনুক্ষণ ॥
রক্ষিতে আপন কথা
কাটে পিতা পুত্রমাথা
কুলক্ষয় হৌক—হৌক প্রতিজ্ঞা পালন।
সে দেশেতে মহামারী নহেত নূতন ॥

কি ক্ষতি করিছ প্লেগ ভারতে আসিয়া।
ভাবি যবে, গলে যায় এ পাষাণ হিয়া ॥
পাণিপথ থানেশ্বরে
মনে হ'লে অশ্রু ঝরে
স্মরণে আপাদমুণ্ড কণ্টকিত হয়।
সে ক্ষতির তুলনায় কিছুইত নয় !!

দুরন্ত হলদীঘাট অরাবলীপাশ।
করিয়াছে ভারতের যেই সর্ব্বনাশ।
সৌরকেতু গর্ব্বভরে
উড়িত আকাশ যুড়ে
রোধিত খেচরপথ সুদূর গগণে।
"বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা" লিখিত যতনে॥

হিন্দুর প্রতাপ হত প্রতাপের সনে।
অসংখ্য ক্ষত্রিয়গ্রাম হত যেই রণে।
ধাইত কৃপাণকরে
ত্রাসিত, মেদিনী ভরে
অবীরা হইল ধরা হলদীঘাটে হায়।
সে ক্ষতির তুলনায় কিছুইত নয়!!

কুলবধূরূপে মুগ্ধ মুর্খ আলাদিন।
আক্রমিল দলবলে চিতোর যে দিন॥
রাজা, যে প্রজার পিতা
কুল মান ভয় ত্রাতা
ভুলিল ভুলিল সেই পাষণ্ড যবন।
মোহে মত্ত করিল সে চিতোরাক্রমণ॥

সতীর পবিত্র আত্মা কে স্পর্শিতে পারে।
চিতানলে তনু রাখি গেল স্বর্গপুরে॥

নারীহত্যা বীরনাশ
ব্রহ্মহত্যা গর্ব্বনাশ
অপোগণ্ড শিশুহত্যা হ'লো অগণন।
এ ভারতে মহামারী নহেত নূতন ॥

নহে বহুদিন গত—চক্ষের উপরে।
দিল্লীশ্বর আকবর আক্রমি চিতোরে ॥
জয়মল্লে জয় করি
জয়মাল্য শিরে পরি'
অসংখ্য ক্ষত্রিয় হত্যা ব্যাপিল ভুবন।
এ ভারতে মহামারী নহেত নূতন ॥

যে দেশের রাজা লুব্ধ শার্দ্দূলের প্রায়।
প্রজার শোণিত পানে মুহুর্মুহু চায়।
ভুলে যায় রাজনীতি
রাজ্যরক্ষা প্রজাপ্রীতি
পালনের নাম নাই—কেবল শাসন।
সে দেশেতে মহামারী নিত্য সংঘটন !!

কি ক্ষতি করিছ প্লেগ ভারতে আসিয়া!
ভাবি যবে গ'লে যায় পাষাণ এ হিয়া !!
দিয়া কত রত্ননিধি
স্বহস্তে গড়িল বিধি

ভারত-মন্দির সৌধ—উজ্জ্বল বিমল।
কালে কালে কালগ্রাসে পতিত সকল !!

ধ্বংস অবশেষ মাত্র যা কিছু আছিল।
কালরূপ ঘুর্ণ-বাত্যা তা'ও উজাড়িল !!
মধু দীনবন্ধু গত
সোণার বঙ্কিম হত
ভূদেব ঈশ্বরহীন রাজকৃষ্ণ কুই।
হায় এই ভারতের কিছুইত নাই !!

সুখ-স্বপ্নশেষ, হায় কাল-পারাবারে।
ডুবিয়াছে একে একে অতীত আঁধারে ॥
শূন্যহৃদি অশ্রুমুখে
কি ফল চাহিয়া দেখে',
ফিরাও নয়ন ভাই হের' ভবিষ্যত।
মহাকাল মহানৃত্য-শেষ আছে কত ॥

কি দেখিলা জরাক্সিস ঈরাণাবরোধে।
প্রাণহীন ধরাধাম—ভাষিলে বিষাদে ॥
আজি ভারতের প্রতি
চাও যদি গ্রীসপতি
দেখিবে সকল পুড়ে হ'য়ে গেছে ছাই।
বলিবে বিষাদে খেদে—কিছুই ত নাই ॥

কিছুই ত নাই প্লেগ তবে কেন আর।
প্রকাশ' বিক্রম নিজ, কর মহামার॥
যে কার্য্যেতে ধরা আসা
পূর্ণ কর সে পিপাসা
সব গত—তুমি আমি থেকে কিবা ফল।
এস প্লেগ এস ত্বরা—ঘুচুক জঞ্জাল !!

সমাপ্ত।

